[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

কাব্যপ্রতিভা তুলনামূলকভাবে বিচার করা হয়েছে। এই ধরনের তুলনা উর্দু সমালোচনাকে কেবল প্রশংসা-নিন্দার পর্যায় থেকে বিশ্লেষণধর্মী পর্যায়ে নিয়ে যায়।

তুলনামূলক সমালোচনার সাফল্য নির্ভর করে তুলনার মানদণ্ডের সামঞ্জস্যের ওপর। ভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্যকর্মকে অসঙ্গতভাবে তুলনা করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না।

৪. বিশ্লেষণাত্মক তানকিদ — تنقید تجزیاتی

বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনায় কোনো সাহিত্যকর্মকে তার বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করে বিচার করা হয়। একটি কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, চিত্রকল্প, প্রতীক, ছন্দ, শব্দচয়ন, আবেগ ও বক্তব্য আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হতে পারে; একটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ, ভাষা, বর্ণনাকৌশল ও দৃষ্টিকোণ পৃথকভাবে পরীক্ষা করা হয়।

এর উদ্দেশ্য হলো সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তার অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও কার্যপ্রক্রিয়া বোঝা। ফলে ‘এই রচনা সুন্দর’—এ ধরনের সাধারণ মন্তব্য বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনায় যথেষ্ট নয়; বরং কোন কারণে সুন্দর, কোন উপাদান সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, কোথায় দুর্বলতা এবং তার কারণ কী—এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

এই কারণে বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা আধুনিক তানকিদে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উর্দু সমালোচনার বিভিন্ন গ্রন্থেও # تجزیاتی বা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিকে পৃথক সমালোচনামূলক ধারা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

تاثراتی تنقید — তানকিদ تاثراتی .৫

তানকিদের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় আধুনিক রূপ হলো তাসুরাতি বা প্রভাববাদী সমালোচনা। এর কেন্দ্রবিন্দু হলো—কোনো সাহিত্যকর্ম পাঠ করে সমালোচকের মনে কী ধরনের অনুভূতি, আবেগ, চিন্তা বা নান্দনিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো।

এখানে সমালোচকের ব্যক্তিগত সাহিত্যরুচি ও সংবেদনশীলতার বিশেষ ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ কোনো কবিতা পাঠ করে সমালোচকের মনে যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছে, তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করেন। এর ফলে সমালোচনা অনেক সময় সৃজনশীল, আবেগঘন ও শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে।

উর্দু সাহিত্যে মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ, নياز ফতেহপুরী, মেহদি আফাদি ও ফিরাক গোরখপুরীর মতো লেখকদের সমালোচনায় প্রভাববাদী প্রবণতার উল্লেখ করা হয়। ‘আব-এ-হায়াত’, ‘ইন্তেকাদিয়াত’, ‘আফাদাত-এ-মেহদি’ ও ‘আন্দাজে’ প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে এই ধারার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

তবে এই পদ্ধতির বড় সীমাবদ্ধতা হলো অতিরিক্ত ব্যক্তিনির্ভরতা। একজন পাঠকের কাছে যে রচনা গভীরভাবে স্পর্শকাতর, অন্যজনের কাছে তা ততটা

আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। ফলে শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর নির্ভর করলে সমালোচনায় যুক্তি ও প্রমাণের ঘাটতি তৈরি হতে পারে।

৬. নান্দনিক তানকিদ — تنقید جمالیاتی

নান্দনিক সমালোচনার মূল বিষয় হলো সাহিত্যের সৌন্দর্য, শিল্পগুণ, সুষমা ও নান্দনিক আনন্দ। সাহিত্যকর্মে কীভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, কোন উপাদান পাঠকের মধ্যে আনন্দ বা রসানুভূতি সৃষ্টি করেছে এবং শিল্পরূপ কতটা সার্থক হয়েছে—এসবই নান্দনিক সমালোচনার প্রধান প্রশ্ন।

এ ধারায় বিষয়বস্তুর নৈতিকতা বা সামাজিক উপযোগিতার চেয়ে অনেক সময় শিল্পের সৌন্দর্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শব্দের সংগীত, উপমা-রূপক, কল্পনা, চিত্রকল্প, আবেগের পরিশীলন, ভাষার মাধুর্য, রূপের সামঞ্জস্য ইত্যাদি নান্দনিক বিচারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নান্দনিক সমালোচনা ও প্রভাববাদী সমালোচনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রভাববাদী সমালোচনায় ‘আমার মনে কী প্রতিক্রিয়া হলো’ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ; নান্দনিক সমালোচনায় ‘কোন শিল্পগুণ সেই সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি করল’—এই প্রশ্নটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নান্দনিক সমালোচনার লক্ষ্য হিসেবে সাহিত্যকর্মে সৌন্দর্য ও আনন্দের উপাদান অনুসন্ধানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উর্দু সমালোচনায় শিবলী, আবদুর রহমান বজনূরী, মেহদি আফাদি, সজ্জাদ আনসারি, আসর লখনভী, মজনু গোরখপুরী, রশীদ আহমদ সিদ্দিকী, নياز ফতেহপুরী ও হাসান আসকারীর আলোচনায় নান্দনিক ও প্রভাববাদী প্রবণতার বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়।

৭. রোমান্টিক তানকিদ — تنقید رومانی

রোমান্টিক বা রোমান্টিকতাবাদী সমালোচনা মানুষের কল্পনা, আবেগ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রকৃতিপ্রেম, স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যচেতনাকে গুরুত্ব দেয়। এই ধারায় কঠোর নিয়ম বা একমাত্রিক যুক্তির বদলে সৃজনশীল কল্পনা ও মানবিক অনুভূতির মূল্য বেশি।

রোমান্টিক সমালোচনা সাহিত্যিক সৃষ্টিকে কেবল নিয়মের প্রয়োগ হিসেবে দেখে না; বরং কবি বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়। প্রকৃতি, প্রেম, স্বপ্ন, সৌন্দর্য, বেদনা, একাকিত্ব ইত্যাদি বিষয় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ গুরুত্ব পায়।

উর্দু সমালোচনার আধুনিক ধারার আলোচনায় রোমান্টিক সমালোচনাকে পৃথক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এটিকে মনস্তাত্ত্বিক ও নান্দনিক ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হয়।

এর শক্তি হলো মানবিক অনুভূতির গভীরতা উপলব্ধি করা; সীমাবদ্ধতা হলো অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা অনেক সময় সামাজিক বাস্তবতা বা শিল্পের কারিগরি দিককে আড়াল করতে পারে।

৮. মনস্তাত্ত্বিক তানকিদ — تنقید نفسیاتی

মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে মানবমনের সম্পর্ক অনুসন্ধান করে। লেখকের ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের মানসিক গঠন, অবদমিত ইচ্ছা, স্বপ্ন, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, অবচেতন প্রবণতা এবং মানসিক দ্বন্দ্বকে সাহিত্যের ব্যাখ্যার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের অবচেতন মন, স্বপ্ন ও দমন-প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ধারণা সাহিত্যসমালোচনায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। পরবর্তীতে ইয়ুং, অ্যাডলার প্রমুখের মনস্তাত্ত্বিক ধারণাও সাহিত্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো চরিত্র কেন একটি নির্দিষ্ট আচরণ করল, কোনো কবির বারবার একই প্রতীক কেন ব্যবহার হয়, অথবা কোনো লেখকের রচনায় কোনো নির্দিষ্ট মানসিক দ্বন্দ্ব কেন ফিরে আসে—মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে।

উর্দু সমালোচনায় মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির বিকাশ আধুনিক পশ্চিমা মনোবিজ্ঞান দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এ পদ্ধতির সাহায্যে লেখক ও চরিত্রের মানসিকতার পাশাপাশি সৃষ্টিকর্মের অভ্যন্তরীণ প্রেরণাও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

তবে মনস্তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যের সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। আল-আহমদ সুরূরের আলোচনায়ও সতর্ক করা হয়েছে যে মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা অত্যন্ত উপযোগী হলেও এর অতিরিক্ত প্রয়োগ সাহিত্যকে সংকীর্ণ মানসিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করতে পারে।

৯. মার্কসবাদী তানকিদ — تنقید مارکسی

মার্কসবাদী সমালোচনার ভিত্তি হলো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, শ্রেণিবিভাজন, উৎপাদনব্যবস্থা, ক্ষমতার সম্পর্ক ও শ্রেণিসংগ্রাম। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যকে সামাজিক জীবনের বাইরে কোনো বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যবস্তু হিসেবে দেখা হয় না; বরং সাহিত্য যে সমাজে সৃষ্টি হয়, সেই সমাজের অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত সম্পর্ক তার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করা হয়।

মার্কসবাদী সমালোচক সাহিত্যকর্মে শোষক ও শোষিত, ধনী ও দরিদ্র, জমিদার ও কৃষক, মালিক ও শ্রমিক, ক্ষমতাবান ও বঞ্চিত শ্রেণির সম্পর্ক খুঁজে দেখেন। সাহিত্যে কোন শ্রেণির বক্তব্য প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে, কোন শ্রেণির স্বার্থ আড়াল করা হয়েছে এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রতি লেখকের অবস্থান কী—এসব প্রশ্ন এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

উর্দু সমালোচনায় মার্কসবাদী প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের মাধ্যমে। আল-আহমদ সুরূর উল্লেখ করেছেন যে

প্রগতিশীল সমালোচনা পুরোপুরি মার্কসবাদী না হলেও মার্কসবাদ তার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তবে পরিণত মার্কসবাদী সমালোচনা কেবল মতাদর্শ অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ থাকে না; সাহিত্যিক রূপ, ভাষা, নান্দনিকতা ও শিল্পকৌশলকেও বিবেচনায় নেয়। কারণ বিষয়বস্তু ও রূপের সম্পর্ক উপেক্ষা করলে সাহিত্যকর্মের পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

১০. ঐতিহাসিক তানকিদ — تنقید تاریخی

ঐতিহাসিক সমালোচনার মূলনীতি হলো—সাহিত্যকর্মকে তার সমকালীন ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বিচার করা। একটি সাহিত্যকর্ম কেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হলো, তার ভাষা ও চিন্তায় যুগের প্রভাব কীভাবে পড়েছে এবং সমকালীন সামাজিক পরিবর্তন কীভাবে সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে — ঐতিহাসিক সমালোচনা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে।

ধরা যাক, কোনো কবির দেশাত্মবোধক কবিতা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। শুধু তার ভাষা ও অলংকার বিশ্লেষণ করলে কবিতার একটি দিক পাওয়া যাবে; কিন্তু কবিতাটি কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লেখা হয়েছিল তা জানা গেলে এর বক্তব্যের গভীরতা আরও স্পষ্ট হবে।

এই পদ্ধতির ফলে সাহিত্য ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা যায়। তবে ইতিহাসের তথ্য এত বেশি গুরুত্ব পেলে সাহিত্যকর্মের স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য কখনো কখনো আড়ালে চলে যেতে পারে।

১১. সমাজতাত্ত্বিক বা উমরানি তানকিদ — تنقید عمرانی

উমরানি বা সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা সাহিত্যকে সমাজের প্রতিচ্ছবি ও সামাজিক সম্পর্কের প্রকাশ হিসেবে বিচার করে। এখানে লেখক, সাহিত্যকর্ম এবং পাঠক—তিনটিকেই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করা হয়।

একটি সাহিত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন, পরিবারব্যবস্থা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, শহর ও গ্রামের পার্থক্য কী, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রভাব কী, দরিদ্র ও ধনী শ্রেণির জীবনযাত্রার পার্থক্য কী— এসব বিষয় সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মার্কসবাদী সমালোচনার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা থাকলেও উভয়টি অভিন্ন নয়। সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে; মার্কসবাদী সমালোচনা বিশেষভাবে শ্রেণিসম্পর্ক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ককে উর্দু সমালোচনায় পারস্পরিক বা reciprocal সম্পর্ক হিসেবে দেখার প্রবণতাও গুরুত্বপূর্ণ।

১২. ব্যবহারিক তানকিদ — تنقید عملی

ব্যবহারিক সমালোচনা মূলত তাত্ত্বিক নীতিকে বাস্তব সাহিত্যকর্মের ওপর প্রয়োগ করার পদ্ধতি। কোনো সমালোচনাতত্ত্বে কবিতার সৌন্দর্য, সামাজিক মূল্য, শ্রেণিচেতনা বা ভাষাশৈলী সম্পর্কে একটি নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেই নীতির আলোকে নির্দিষ্ট কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা নাটক বিচার করাই ব্যবহারিক সমালোচনা।

অর্থাৎ তাত্ত্বিক সমালোচনা বলে—‘কোন নীতি অনুসারে সাহিত্য বিচার করা উচিত’; আর ব্যবহারিক সমালোচনা দেখায়—‘সেই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের কী ফল পাওয়া যায়’।

জাতীয় উর্দু পরিষদের আলোচনায় ব্যবহারিক সমালোচনার উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দিষ্ট নীতি ও নিয়মের আলোকে শিল্পকর্মের বিচার, তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ব্যবহারিক সমালোচনার বড় সুবিধা হলো এটি তত্ত্বকে বাস্তব পাঠের সঙ্গে যুক্ত করে। এজন্য সাহিত্য-শিক্ষা ও গভীর পাঠচর্চায় এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

১৩. পাঠভিত্তিক বা মুতনি তানকিদ — تنقید متنی

মুতনি বা পাঠভিত্তিক সমালোচনায় টেক্সট বা মূল পাঠকে আলোচনার কেন্দ্র করা হয়। সমালোচক লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক পরিচয় বা বাহ্যিক তথ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না করে পাঠের অভ্যন্তরীণ গঠন, শব্দ, বাক্য, প্রতীক, অর্থ, পুনরাবৃত্তি ও আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন।

এই পদ্ধতির সঙ্গে পাঠ-সমালোচনা, টেক্সটের নির্ভুল পাঠ প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক ঘনিষ্ঠ পাঠপদ্ধতির সম্পর্ক রয়েছে। কোনো রচনার বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ নির্ণয়, ভুল বা বিকৃত অংশ শনাক্ত করা, শব্দের যথার্থ ব্যবহার যাচাই করা এবং মূল পাঠের ভিত্তিতে অর্থ নির্ধারণ—এসব কাজও পাঠকেন্দ্রিক সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে।

মুতনি সমালোচনার গুরুত্ব এখানেই যে এটি সমালোচককে অনুমাননির্ভর বক্তব্যের পরিবর্তে পাঠের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যবহারে উৎসাহিত করে।

১৪. রূপতাত্ত্বিক তানকিদ — تنقید ہیئتی

রূপতাত্ত্বিক সমালোচনায় সাহিত্যকর্মের রূপ, কাঠামো ও নির্মাণকৌশলকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি কবিতার ছন্দ, গঠন, স্তবকবিন্যাস, উপমা- রূপক, বর্ণনাকৌশল; একটি উপন্যাসের কাহিনির বিন্যাস, চরিত্রের সংগঠন এবং বর্ণনাপদ্ধতি—সবই এ ধারার আলোচ্য।

এই সমালোচনার ভিত্তিতে সাহিত্যকর্মের ‘কী বলা হয়েছে’ প্রশ্নের পাশাপাশি ‘কীভাবে বলা হয়েছে’ প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। ফলে কেবল বিষয়বস্তু দিয়ে সাহিত্যিক উৎকর্ষ নির্ধারণ না করে তার রূপগত সাফল্যও পরীক্ষা করা হয়।

তবে রূপকে বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করলে সমালোচনা একপেশে হতে পারে। পরিণত রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রূপ ও বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত।

১৫. শৈলীগত তানকিদ — تنقید اسلوبیاتی

আধুনিক উর্দু সমালোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হলো শৈলীগত বা স্টাইলিস্টিক সমালোচনা। কোনো লেখক কীভাবে ভাষা ব্যবহার করেন এবং সেই ভাষা কীভাবে তাঁর সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে—এটাই এর মূল বিষয়।

শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, ধ্বনি, পুনরাবৃত্তি, উপমা, রূপক, বাচনভঙ্গি, ক্রিয়ার ব্যবহার, বাক্যের দৈর্ঘ্য, ছন্দ ও ভাষাগত বিচ্যুতির মতো বিষয় শৈলীগত বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক স্টাইলিস্টিক্স ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সাহিত্যিক ভাষাকে তুলনামূলকভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে।

শৈলীগত সমালোচনা লেখকের ‘স্টাইল সুন্দর’—এমন সাধারণ মন্তব্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং কোন ভাষাগত কৌশলের কারণে সেই স্টাইল স্বতন্ত্র হয়েছে তা চিহ্নিত করে। এই কারণে আধুনিক সমালোচনায় এর গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬. গঠনবাদী তানকিদ — تنقید ساختیاتی

গঠনবাদী সমালোচনা সাহিত্যকর্মকে বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টি না দেখে একটি সম্পর্কনির্ভর কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করে। ভাষার মতো সাহিত্যেও বিভিন্ন উপাদান একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অর্থ তৈরি করে—এই ধারণা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো গল্পে ‘নায়ক’কে একা দেখার পরিবর্তে তার বিপরীতে ‘প্রতিনায়ক’ বা অন্য চরিত্রের অবস্থান কীভাবে তার অর্থ তৈরি করছে, কিংবা আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যু, প্রকৃতি-সংস্কৃতি ইত্যাদি দ্বৈত সম্পর্ক কীভাবে রচনার অর্থগঠন করছে—গঠনবাদী সমালোচনা এসব বিশ্লেষণ করে।

পরবর্তীকালে উত্তর-গঠনবাদ, পাঠতত্ত্ব ও ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন তত্ত্বের বিকাশের ফলে সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়। উর্দু সমালোচনায়ও শৈলীগত ও গঠনবাদী প্রবণতা আধুনিক সমালোচনাচর্চার নতুন পরিসর সৃষ্টি করেছে।

তানকিদের বিভিন্ন প্রকারের পারস্পরিক পার্থক্য

তানকিদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে পার্থক্য মূলত তাদের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ও বিচারমানদণ্ডে। প্রভাববাদী সমালোচনার প্রশ্ন—‘রচনাটি আমার মনে কী অনুভূতি সৃষ্টি করল?’ নান্দনিক সমালোচনার প্রশ্ন—‘রচনাটিতে সৌন্দর্য কীভাবে সৃষ্টি হলো?’ মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনার প্রশ্ন—‘লেখক বা চরিত্রের মানসিক প্রেরণা কী?’ ঐতিহাসিক সমালোচনার প্রশ্ন—‘রচনাটি তার যুগের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?’ সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার প্রশ্ন—‘রচনায় সমাজ কীভাবে প্রতিফলিত?’ মার্কসবাদী সমালোচনার প্রশ্ন—‘শ্রেণি ও অর্থনৈতিক শক্তির সম্পর্ক কী?’ এবং শৈলীগত সমালোচনার প্রশ্ন—‘ভাষার নির্দিষ্ট ব্যবহারে সাহিত্যিক অর্থ ও স্বাতন্ত্র্য কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?’

অন্যদিকে ব্যবহারিক ও বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা মূলত পদ্ধতিগত কার্যক্রমের ওপর জোর দেয়। মুতনি সমালোচনা পাঠকে কেন্দ্র করে এবং রূপতাত্ত্বিক সমালোচনা নির্মাণরীতিকে গুরুত্ব দেয়। ফলে একই সাহিত্যকর্মের ওপর একাধিক পদ্ধতি একসঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ, একটি উপন্যাসকে প্রথমে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে তার সময়কাল বোঝা যায়; পরে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে শ্রেণিসম্পর্ক, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব, নান্দনিক দৃষ্টিতে শিল্পমূল্য এবং শৈলীগত দৃষ্টিতে ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যায়। এতে সাহিত্যকর্মের একটি বহুমাত্রিক পাঠ তৈরি হয়।

তানকিদের প্রধান ধারাগুলোর তাৎপর্য

তানকিদের এই বৈচিত্র্য সাহিত্যের বিচারকে অধিক সমৃদ্ধ করেছে। একসময় সাহিত্যকে প্রধানত নৈতিকতা, সৌন্দর্য বা রুচির নিরিখে বিচার করা হলেও আধুনিক সময়ে মানুষের মন, সমাজ, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভাষা, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির নানা দিক সাহিত্যসমালোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রভাববাদী সমালোচনা পাঠকের অনুভূতির গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে; নান্দনিক সমালোচনা শিল্পের সৌন্দর্যকে সামনে এনেছে; রোমান্টিক সমালোচনা কল্পনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য বুঝিয়েছে; মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা মানুষের অবচেতন ও মানসিক দ্বন্দ্বকে সাহিত্যের আলোচনায় এনেছে; সমাজতাত্ত্বিক ও মার্কসবাদী সমালোচনা সাহিত্যকে বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছে; ঐতিহাসিক সমালোচনা সাহিত্যকে তার যুগের মধ্যে স্থাপন করেছে; আর শৈলীগত, মুতনি ও গঠনবাদী সমালোচনা সাহিত্যিক পাঠের অভ্যন্তরীণ গঠন ও ভাষার দিকে সমালোচনার দৃষ্টি ফিরিয়েছে।

এই ধারাগুলোর কোনোটিই এককভাবে সর্বশক্তিমান নয়। আল-আহমদ সুরূরের সমালোচনামূলক ভাবনায়ও দেখা যায়, সাহিত্যকে কেবল সমাজ, কেবল মনোবিজ্ঞান

কিংবা কেবল রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে তার পূর্ণতা ধরা পড়ে না; বিষয়, রূপ, নান্দনিকতা, ভাষা ও সামাজিক তাৎপর্যের সমন্বিত বিচার অধিক ফলপ্রসূ।

উপসংহার

সাহিত্যসমালোচনার ইতিহাস মূলত সাহিত্যকে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস। সেই কারণে তানকিদের প্রকারভেদকে কেবল কিছু সংজ্ঞার তালিকা হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। প্রতিটি সমালোচনামূলক ধারা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককে সামনে নিয়ে আসে।

তাসুরাতি তানকিদ পাঠকের অনুভূতিকে, জামালিয়াতি তানকিদ সৌন্দর্য ও শিল্পমূল্যকে, রোমানি তানকিদ কল্পনা ও আবেগকে, তজিয়াতি তানকিদ রচনার উপাদানগত বিশ্লেষণকে, তিহাসিক তানকিদ যুগ ও ইতিহাসকে, উমরানি তানকিদ সমাজকে, নাফসিয়াতি তানকিদ মানবমনকে, মার্কসবাদী তানকিদ শ্রেণি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে, সাইন্টিফিক তানকিদ যুক্তি ও পদ্ধতিগত নিরীক্ষাকে, আমালি তানকিদ তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগকে, মুতনি তানকিদ মূল পাঠকে এবং ইসলুবিয়াতি তানকিদ ভাষা ও শৈলীকে কেন্দ্র করে কাজ করে। আধুনিক পর্যায়ে হেয়াতি ও সাখতিয়াতি সমালোচনা এই ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেছে।

অতএব, তানকিদের প্রকৃত লক্ষ্য কোনো একটি পদ্ধতিকে সর্বোচ্চ বলে প্রতিষ্ঠা করা নয়; বরং উপযুক্ত সাহিত্যকর্মের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচন করা। একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা তখনই সম্ভব, যখন সমালোচক ব্যক্তিগত রুচি, যুক্তি, পাঠের প্রমাণ, ঐতিহাসিক চেতনা, নান্দনিক অনুভব ও শিল্পবোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারেন। উর্দু সাহিত্যসমালোচনার আধুনিক বিকাশও এই বহুমাত্রিকতারই ফল। বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রবণতার সহাবস্থান তাই তানকিদের দুর্বলতা নয়; বরং সাহিত্যের বহুরূপী স্বভাবকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার একটি শক্তি।

সংক্ষিপ্তভাবে মনে রাখার জন্য

তানকিদের ধরন মূল ভিত্তি

تشریحی — ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য ও অর্থের ব্যাখ্যা
سائنٹیفک — বৈজ্ঞানিক যুক্তি, প্রমাণ ও পদ্ধতি

تقابلی — তুলনামূলক মিল-অমিল ও তুলনা

تجزیاتی — বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্যকর্মের উপাদান
বিশ্লেষণ

تاثراتی — প্রভাববাদী পাঠকের অনুভূতি ও
প্রতিক্রিয়া

جمالیاتی — নান্দনিক সৌন্দর্য ও শিল্পমূল্য

رومانی — রোমান্টিক কল্পনা, আবেগ ও
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

نفسیاتی — মনস্তাত্ত্বিক মন, অবচেতন ও মানসিক প্রেরণা

تاریخی — ঐতিহাসিক যুগ, ইতিহাস ও সময়

□□□□□□□□□ □□□	□□□ □□□□□□
عمرانی — □□□□□□□□□□□□□□	□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□
مارکسی — □□□□□□□□□□□	□□□□□□□, □□□□□□□□□ □ □□□□□□
عملی — □□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
متنی — □□□□□□□□□□□	□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□یئتی — □□□□□□□□□□□□□	□□□, □□□□□□ □ □□□□□□□□
اسلوبیاتی — □□□□□□	□□□□ □ □□□□
ساختیاتی — □□□□□□□□	□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□. □. □□□□ □□□□□□, *تنقیدی دبستان*□
□. □□□□□ □□□□□□□□, *جدید اردو تنقید اصول و نظریات*□ □. □□-□□□□ □□□□□□, *اردو تنقید کا □بنیادی افکار*□ □. □□-□□□□ □□□□□□, *اردو تنقید ایک جائز□*□ □. *تنقید کی جمالیات*, □□□□□□□ □. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□